গুনাহ থেকে বাঁচুন

গুনাহ থেকে বাঁচুন

মূল
মুফতি মুহাম্মাদ শফি রহ.
মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানি

অনুবাদ
আবুজারীর মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদুদ

নাশাত

গুনাহ থেকে বাঁচুন

প্রথম (নাশাত) প্রকাশ-ফেব্রুয়ারি ২০২০
প্রথম সংস্করণ-মার্চ ২০২১

প্রকাশক
আহসান ইলিয়াস

নাশাত পাবলিকেশন
গিয়াস গার্ডেন, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭১২২৯৮৯৪১, ০১৭১০৫৬৪৬৭১

স্বত্ব © সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ : হামীম কেফায়েত
বানানসংশোধন : মুশতাক আহমাদ

মূল্য : ২০০ (দুইশত) টাকা মাত্র

পরিবেশক
রকমারি, ওয়াফিলাইফ, বাংলারপ্রকাশন

অর্পণ

আলহাজ হাফেজ মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন
(হাফিজাহুল্লাহ)
যার পিতৃসম স্নেহ, আন্তরিক ভালোবাসা ও
ঐকান্তিক সান্নিধ্য আমার জীবনকে করেছেন সমৃদ্ধ।

হে আল্লাহ, আমার এই মুহসিন মুরুব্বিকে সুস্থতা
ও নেক হায়াত দান করুন। দুনিয়া ও আখেরাতে
আপনার ভালোবাসার চাদরে আবৃত করে রাখুন।
আমিন।

নাশাতের আরও কিছু বই

খোলাসাতুল কোরআন/ মাওলানা মুহাম্মদ আসলাম শেখোপুরী রহ.
মোগল পরিবারের শেষদিনগুলি/ খাজা হাসান নিজামী
তুরস্কে পাঁচ দিন/ ড. মুসতফা কামাল
(মাওলানা জুলফিকার আহমাদ নকশবন্দির সফরনামা)
কিংবদন্তির কথা বলছি/ আহমাদ সাব্বির
ইসলাম ও মুক্তচিন্তা/ মুহাম্মাদ আফসারুদ্দীন
ইসলাম ও কোয়ান্টাম মেথড/ মুহাম্মাদ আফসারুদ্দীন
হিউম্যান বিয়িং : শতাব্দীর বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব/ ইফতেখার সিফাত
সিরাতে রাসুল : শিক্ষা ও সৌন্দর্য/ ড. মুসতফা সিবায়ী
খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের ইতিহাস/ মাওলানা ইসমাইল রেহান
ড. কাজী দীন মুহম্মদ : জীবন ও সাহিত্য/ জুবাইর আহমদ আশরাফ
আমার ঘুম আমার ইবাদত/ আহমাদ সাব্বির

অনুবাদকের কথা

আমরা সবাই সুখী হতে চাই। সফল হতে চাই। সার্থক করতে চাই আমাদের জীবন। কিন্তু আমরা কি জানি কীভাবে সুখী হতে হয় আর কীভাবেই সার্থক করতে হয় মানব-জীবন? তা হয়তো অনেকেই জানি না। আর যারা জানি তারা স্বার্থের লোভে বিশ্বাস করি না। আর যারা বিশ্বাস করি তারা পালন করি না অবহেলার কারণে।

সুখী হওয়ার, সফল হওয়ার এবং মানব-জীবন সার্থক করার পথ একটিই। আল্লাহর হুকুমের সামনে নিজেকে সমর্পণ করা, জীবন বিলিয়ে দেওয়া।

যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর সামনে সমর্পণ করল, নিজেকে বিলিয়ে দিলো, সেই সুখী, সেই সফল। তার জন্মই সুন্দর ও সার্থক; আমরা বুঝি বা না বুঝি। আর এই সমর্পণের মানসিকতা তৈরি হয় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে।

সুতরাং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার মধ্যেই মানব-জীবনের সার্বিক সুখ, সফলতা ও সার্থকতা নিহিত। আমরা যদি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকি, তবেই আমরা জীবনে সুখী হবো, সফল হবো। আল্লাহ আমাদের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন।

আবুজারীর মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদুদ
বেজগাতী, ফুলকোচা, সিরাজগঞ্জ
২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০

লেখকের কথা

বর্তমান যুগটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে অনেক দূরে এবং কেয়ামতের নিকটবর্তী হওয়ার কারণে কুফর, শিরক, নাস্তিকতা, ধর্মদ্রোহিতা, ধর্মহীনতা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। হাদিস শরিফের ভাষ্য অনুযায়ী গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং দীনের উপর অটল থাকা এতটাই কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, এর চেয়ে আগুনের জ্বলন্ত কয়লা হাতে রাখা অনেক সহজ। অনেক মুসলমানের তো এ ফিকিরই নেই যে, আমি যা করছি, তা গুনাহের কাজ নাকি সাওয়াবের, হালাল নাকি হারাম। আমার এই কাজে আল্লাহ খুশি হবেন, নাকি নারাজ। আর আল্লাহর যেই গুটিকয়েক বান্দা এ নিয়ে ফিকির করেন, তাদের জন্য পৃথিবীটা আরো সংকীর্ণ হয়ে গেছে। ব্যক্তিগত গুনাহ থেকে কোনোভাবে বাঁচা গেলেও সামাজিক গুনাহ তথা খেত-খামার, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরিবাকরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। মূলত এসব হচ্ছে আমাদের উদাসীনতার কারণে।

আরো দুঃখের ব্যাপার হলো, নিজেদের এই উদাসীনতা ও বেপরোয়া ভাবের ফলে যে, অশুভ পরিণতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তার জন্য মানুষ এ কথা বলে এড়িয়ে যাচ্ছে যে, এ যুগে ইসলাম ও শরিয়ত অনুযায়ী আমল করা কষ্টকর। অথচ একটু গভীরভাবে খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, ইসলামধর্মে কোনোপ্রকার সংকীর্ণতা নেই, কঠোরতা নেই। বরং পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের চেয়ে ইসলামের জীবনযাপনই হচ্ছে সবচেয়ে সহজ। সবধরনের সুবিধা কেবল এ ধর্মেই রয়েছে। তবে হ্যাঁ, কোনো জিনিসের প্রচলন যখন না থাকে এবং সে অনুযায়ী আমল করার মতো মানুষও কম থাকে, তখন সে জিনিস যত সহজই হোক না কেন, তার উপর আমল করা কঠিন হয়ে পড়ে। টুপি-পায়জামা পরিধান করা কত সহজ কাজ; কিন্তু কোনো এলাকায় যদি এগুলো ব্যবহারের প্রচলন না থাকে, সবাই যদি লুঙ্গি-ধুতি ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়, তাহলে সে এলাকায় তো পায়জামা-টুপি বানানোও একটা কষ্টকর বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। জীবনধারণের জন্য রুটি বানানো ও খাওয়া কত সহজ; কিন্তু যেখানে রুটি খাওয়ার প্রচলন নেই, সবাই ভাত খায়, সেখানে গিয়ে দেখুন রুটি বানানো ও খাওয়া কত কঠিন বিষয়!

ধর্মীয় বিষয়েরও ঠিক একই অবস্থা। প্রথম কথা হলো, অমুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে হালাল-হারামের ব্যাপারে মুসলমানদের অনেক জটিলতা সৃষ্টি হয়। কিন্তু মুসলমানরা সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও তারা যদি ধর্মীয়

সীমারেখায় আন্তরিক ও পূর্ণ অনুগামী থাকত, তবে অনেক সমস্যাই দূর হয়ে যেত। বর্তমানের এই ধর্মহীন যুগেও ইউরোপের মতো ধর্মহীন দেশেও হিন্দুদের খাতিরে অনেক ওষুধের লেবেলে লেখা থাকে 'এই ওষুধে কোনো প্রাণীর অংশ নেই'। এটা কিন্তু এজন্য লেখা হয়নি যে, কোম্পানি কর্তৃপক্ষ হিন্দুধর্মের প্রতি আন্তরিকতা বা ভালোবাসা পোষণ করে; বরং এটা এজন্য করেছে যে, হিন্দুরা প্রাণীর অংশবিশেষ ভক্ষণ করে না; আর এটা তারা জানে। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি কোনো লেবেলে এ কথা লেখা দেখিনি যে, এই ওষুধে মাদক বা স্প্রিট নেই। কারণ মুসলমানদের উদাসীনতা তাদের সামনে এতটাই প্রকট যে, মুসলিমজাতি প্রমাণ করতে পারেনি যে, তারা এগুলোর ব্যবহার থেকে বিরত থাকে বা অপছন্দ করে।

সারকথা হলো, এসব সংকীর্ণতা ও জটিলতা আমাদের উদাসীনতার ফল। সমস্ত মুসলমান যদি ধর্মীয় বিষয়ের পাবন্দি শুরু করে, তাহলে নামাজ, রোজা, হজ, জাকাতসহ সবকিছুই সহজ হয়ে যাবে এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা স্বাভাবিক স্বভাবে পরিণত হবে। কিন্তু কে বলে আর কে শোনে!

মোটকথা, একদিকে তো গুনাহের তুফান বইছে, দীনদারদের জন্য পৃথিবীর পরিবেশ জটিলতর হচ্ছে, অন্যদিকে আমাদের পাপাচারের ফলে দরিদ্রতা, দুর্ভিক্ষ, খুনখারাবি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসসহ বহুমুখী লাঞ্ছনা মুসলমানদের উপর জেঁকে বসেছে। সংশোধনের সার্বিক প্রক্রিয়া অরণ্যে রোদন পরিদৃষ্ট হচ্ছে। এসবের মূল কারণ হলো মানুষ গুনাহকে গুনাহ জেনেও প্রবৃত্তির সামান্য চাওয়া পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। তবে মাশাআল্লাহ, কিছু কিছু আল্লাহর বান্দা এ ব্যাপারে আন্তরিক ও যত্নবান রয়েছেন।

এসব চিন্তা করে বারবার খেয়াল করেছি, এমন বহু গুনাহ আছে, যেগুলো আমরা নিছক উদাসীনতা ও অজ্ঞতাবশত করে ফেলি, যাতে দুনিয়াবিও কোনো ফায়দা নেই আর তা ত্যাগ করলে কোনোপ্রকার কষ্ট ও অসুবিধা নেই। এক্ষেত্রে প্রয়োজন শুধু মুসলমানদের এসব গুনাহ সম্পর্কে অবগত করা আর তা ত্যাগ করার জন্য সচেতনতা সৃষ্টি করা।

এ পুস্তিকায় এ ধরনের অহেতুক ও বেফায়দা গুনাহেরই তালিকা এবং তার সাথে সাথে এসব গুনাহের কারণে ভয়াবহ বিপদ ও আজাবের কথা আলোচনা করা হলো, যেন মুসলমানগণ কমপক্ষে এসব গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে। সব ধরনের গুনাহ থেকে বাঁচতে না পারলেও কমপক্ষে গুনাহের পরিমাণ তো কমতে থাকবে। আর এটা অসম্ভব নয় যে, এসব গুনাহ ত্যাগ করার কারণে অন্যান্য গুনাহ ত্যাগ করার সাহস ও তাওফিকও লাভ হবে। কেননা, আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা রয়েছে, যে ব্যক্তি আমার

দীনের জন্য সামান্যও চেষ্টা করবে, আমি তার জন্য বাকি পথ সহজ করে দেব। এক্ষেত্রে কতিপয় আল্লাহওয়ালার উক্তি হলো,

ان من جزاء الحسنة الحسنة بعدها

নেক কাজের একটি পুরস্কার হলো একটি নেক কাজ করলে আরেকটি করার তাওফিক লাভ হয়।

গুনাহের পূর্ণ তালিকার প্রতি নজর দিলে দেখা যায়—একদিক থেকে প্রত্যেক গুনাহই অহেতুক ও বেফায়দা। কেননা সাময়িক স্বাদ-আনন্দ ও প্রাপ্তির বিনিময়ে চিরস্থায়ী ও কঠিন আজাব বরদাশত করা কোনো জ্ঞানীর নিকটই প্রাপ্তির বিষয় হতে পারে না।

যে হালুয়াতে প্রাণনাশক বিষ মেশানো আছে, তা কোনো সজ্ঞান ব্যক্তির নিকট সুস্বাদু হতে পারে না। কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না।

যে চুরি ও ডাকাতির কারণে যাবজ্জীবন কারাগারে থাকতে হয় কিংবা ফাঁসিতে ঝুলতে হয়, তা কি কখনো আনন্দ ও প্রাপ্তির বিষয় হতে পারে? কখনোই পারে না। এগুলোকে অহেতুক মনে করাই জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানের পরিচয়।

অবুঝ শিশুরা সাপ ও আগুন সুন্দর মনে করে হাতে নিতে পারে এবং সেগুলো আকর্ষণীয় বস্তু ভাবতে পারে। এমনিভাবে পরিণতি সম্পর্কে যারা উদাসীন, তারাও উল্লিখিত বিষয়াদিকে প্রাপ্তির বিষয় মনে করতে পারে। কবর ও হাশরের আজাব ও সাওয়াব সম্পর্কে যারা গাফেল ও উদাসীন, তারাও অনেক গুনাহকে আনন্দ ও প্রাপ্তির মনে করতে পারে। এজন্য এ পুস্তিকায় এসব গুনাহের আলোচনা করা হয়নি। বরং এ পুস্তিকায় দু-ধরনের গুনাহের আলোচনা করা হয়েছে।

১. যেসব গুনাহে রুচিহীন মানুষও স্বাদ পায় না। আনন্দ পায় না।

২. যেসব গুনাহে বাস্তবিকই কোনো স্বাদ ও আনন্দ নেই এবং তা ত্যাগ করলেও পার্থিব কোনো প্রয়োজন ও চাওয়া-পাওয়ার ক্ষতি হয় না। কিন্তু কিছু কিছু বিকৃত রুচির মানুষ তাতে স্বাদ-আনন্দ খুঁজে পায়। আকর্ষণ অনুভব করে।

এ পুস্তিকায় উপরোক্ত উভয় প্রকার গুনাহের আলোচনা করেছি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে এসব গুনাহ থেকে বাঁচার তাওফিক দান করুন। আমিন। আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র তাওফিকদাতা এবং সাহায্যকারী।

(মুফতি মুহাম্মাদ শফি দেওবন্দি)

সূচিপত্র

অনর্থক কথা ও কাজ : ১৭
কোনো মুসলমানের সাথে ঠাট্টা ও উপহাস করা : ১৯
দোষ অনুসন্ধান করা এবং অপমান করা : ২২
অনুমতি ছাড়া কারো ঘরে উঁকি দেওয়া ও প্রবেশ করা : ২৪
বংশের কারণে গালি দেওয়া : ২৫
অন্ধ ব্যক্তিকে ভুল পথ দেখিয়ে দেওয়া : ২৬
নিজের বংশ-পরিচয় গোপন করে অন্য বংশের পরিচয় দেওয়া : ২৭
গালি-গালাজ করা ও অশ্লীল কথা বলা : ২৮
মানুষ অথবা কোনো প্রাণীকে অভিশাপ দেওয়া : ৩২
চোগলখোরি ও দ্বিমুখী আচরণ : ৩৫
মন্দ পদবি ও উপাধি ধরে কাউকে স্মরণ করা : ৩৮
আলেম-ওলামা ও আল্লাহওয়ালাদের সাথে বেয়াদবি করা : ৩৯
গোপনে কারো কথা শোনা : ৪২
আয়াত, হাদিস ও আল্লাহর নামের সাথে বেয়াদবি করা : ৪৩
মানুষ চলাচলের রাস্তায় অথবা বসা ও শোয়ার জায়গায় ময়লা ও আবর্জনা ফেলা : ৪৫
মসজিদে নাপাকি অথবা দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস নেওয়া : ৪৬
পেশাবের ছিটা থেকে না বাঁচা : ৪৭
প্রয়োজন ছাড়া সতর খোলা : ৪৮
নামাজের মধ্যে কাপড় নিয়ে খেলা করা : ৪৯
পায়জামা, লুঙ্গি ইত্যাদি টাখনুর নিচে পরিধান করা : ৫০
দান ও দয়া করে খোঁটা দেওয়া : ৫২
সন্তানদের মধ্যে সমতা রক্ষা না করা : ৫৩
কোনো প্রাণীকে আগুনে জ্বালানো : ৫৪
স্ত্রীকে স্বামীর এবং চাকরকে মনিবের বিরুদ্ধে উসকে দেওয়া : ৫৫
মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া : ৫৬
আল্লাহ ছাড়া কিছুর কসম খাওয়া : ৫৮
মিথ্য বলা ও মিথ্যা কসম খাওয়া : ৫৯
মানুষের চলাচলের পথ সংকীর্ণ করা : ৬২
একসাথে একাধিক তালাক দেওয়া : ৬৩

ওজনে কম দেওয়া : ৬৪
জ্যোতিষী ও গণকদের নিকট গায়েব-এর কথা জিজ্ঞেস করা এবং তা বিশ্বাস করা : ৬৭
গায়রুল্লাহর নামে পশু জবাই করা বা কারো নামে পশু ছেড়ে দেওয়া : ৬৮
প্রাণীর ছবি বানিয়ে তা ব্যবহার করা : ৬৯
অপ্রয়োজনে কুকুর পালা : ৭১
বাচ্চাদের নাজায়েজ পোশাক ও গয়না পরানো : ৭১
সুদের কতিপয় প্রকার : ৭২
নামাজের কাতার ঠিক না করা : ৭৩
মসজিদে দুনিয়াবি কথা বলা বা দুনিয়াবি কাজ করা : ৭৪
নামাজে ইমামের আগে কোনো রুকন আদায় করা : ৭৫
নামাজে চোখের কানি দিয়ে এদিক-ওদিক দেখা : ৭৫
জুমআর দিন মানুষের কাঁধের উপর দিয়ে লাফিয়ে সামনে যাওয়া : ৭৬
দুটি কথা : ৭৮
সগিরা ও কবিরা গুনাহের সংজ্ঞা : ৭৯
কবিরা গুনাহ : ৮১
সগিরা গুনাহ : ৮৫
গুনাহের ক্ষতিসমূহ : ৯২

অনিঃশেষ অন্ধকার

গুনাহ : শুধুই আত্মপ্রবঞ্চনা

গুনাহের স্বাদ একটি ধোঁকা : ১০১
জাহান্নামের ক্রেতা : ১০১
জান্নাতের পথ : ১০২
সব আশা পুরা করার চিন্তা : ১০২
মানুষের মন ভোগপিয়াসী : ১০৩
চাহিদার কোনো শেষ নেই : ১০৩
প্রকাশ্য যৌনাচার : ১০৪
আমেরিকায় ধর্ষণের ঘটনা বেশি ঘটে কেন : ১০৪
গুনাহের স্বাদের একটি উদাহরণ : ১০৪
একটু কষ্ট করুন : ১০৫
নফস দুর্বলদের উপর সিংহের ন্যায় : ১০৫
নফস দুধের শিশুর মতো : ১০৫
গুনাহের স্বাদ লেগে আছে : ১০৬
আল্লাহর জিকিরেই আত্মার প্রশান্তি : ১০৬

আল্লাহর ওয়াদা মিথ্যা হতে পারে না : ১০৭
অন্তর উপযুক্ত বানাতে হবে : ১০৭
মা এত কষ্ট করেন কেন : ১০৮
ভালোবাসা কষ্টকে হ্রাস করে দেয় : ১০৮
মাওলার ভালোবাসা লায়লার ভালোবাসার চেয়ে কম নয় : ১০৯
বেতনের মহব্বত : ১০৯
ইবাদতের স্বাদ : ১১০
হজরত সুফিয়ান সাওরি রহ. এর বাণী : ১১০
নফসের বিরোধিতায় অনাবিল স্বাদ : ১১১
ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করুন : ১১১
আত্মশুদ্ধির মূলতত্ত্ব : ১১১
অন্তর তো ভাঙারই জন্য : ১১২

গুনাহের ক্ষতিসমূহ

গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাই আসল বিষয় : ১১৩
গুনাহের ব্যাপারে উদাসীনতা : ১১৩
নফল ইবাদত ও গুনাহের দৃষ্টান্ত : ১১৪
শিক্ষার্থীদের ইসলাহ বা সংশোধনের পদ্ধতি : ১১৪
সব ধরনের গুনাহ থেকে বিরত থাকতে হবে : ১১৫
পরিবারকে গুনাহ থেকে বাঁচান : ১১৫
নারীদের ভূমিকা : ১১৬
গুনাহ কাকে বলে? : ১১৬
গুনাহের প্রথম ক্ষতি : অকৃতজ্ঞতা : ১১৬
গুনাহের দ্বিতীয় ক্ষতি : অন্তরে মরিচা পড়া : ১১৭
গুনাহের ক্ষেত্রে মুমিন ও ফাসেকের পার্থক্য : ১১৭
মুমিনের আক্ষেপ : ১১৭
গুনাহের তৃতীয় ক্ষতি : অন্তর অন্ধকার হয়ে যাওয়া : ১১৮
গুনাহে অভ্যস্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত : ১১৮
গুনাহের চতুর্থ ক্ষতি : বিবেকবুদ্ধি লোপ পাওয়া : ১১৯
গুনাহই শয়তানের বুদ্ধি নষ্ট করে দিয়েছে : ১১৯
শয়তানের তাওবা এবং একটি শিক্ষণীয় ঘটনা : ১২০
মানুষের হেকমত জিজ্ঞাসা করার অধিকার নেই : ১২১
মানুষ আল্লাহর চাকর নয়, বান্দা : ১২১
সুলতান মাহমুদ গজনবির ঘটনা : ১২২
হীরা ধ্বংস হতে পারে, হুকুম অমান্য হতে পারে না : ১২৩
হুকুমের গোলাম : ১২৩

গুনাহ ত্যাগ করলে নুর পয়দা হয় : ১২৪
গুনাহের পঞ্চম ক্ষতি : অনাবৃষ্টি : ১২৪
গুনাহের ষষ্ঠ ক্ষতি : রোগ-ব্যাধি বৃদ্ধি পাওয়া : ১২৪
গুনাহের সপ্তম ক্ষতি : খুনখারাবি বৃদ্ধি পাওয়া : ১২৫
খুনখারাবি বন্ধ করার একমাত্র পথ : ১২৫
নেক আমলের চেয়ে গুনাহের প্রতি বেশি দৃষ্টি রাখতে হবে : ১২৫
গুনাহের হিসাব করুন : ১২৬
তাহাজ্জুদগুজার থেকে আগে বেড়ে যাওয়ার আমল : ১২৬
মুমিনের ঈমানের দৃষ্টান্ত : ১২৭
গুনাহ লিখতে বিলম্ব করা হয় : ১২৭
গুনাহ হওয়া মাত্র তাওবা করা উচিত : ১২৮
গুনাহ থেকে বাঁচুন : ১২৮

গুনাহ থেকে বাঁচার উপায়

আল্লাহর ভয় : গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখে : ১২৯
এরই নাম তাকওয়া : ১২৯
আল্লাহর ভয় : ১৩০
আমার অন্তরে আব্বাজানের ভয় : ১৩০
আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে ভয় করা উচিত : ১৩১
দুধে পানি মেশানোর ঘটনা : ১৩১
শিক্ষণীয় ঘটনা : ১৩২
অপরাধ দমনের উত্তম পন্থা : ১৩৩
সাহাবায়ে কেরাম ও তাকওয়া : ১৩৪
আমাদের বর্তমান আদালত-ব্যবস্থা : ১৩৪
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা : ১৩৫
শয়তানের কৌশল : ১৩৬
যুবসমাজের উপর টিভির কুপ্রভাব : ১৩৬
ছোট গুনাহের অভ্যাস বড় গুনাহে অভ্যস্ত করে : ১৩৭
কবিরা গুনাহ না সগিরা গুনাহ? : ১৩৭
গুনাহের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হলে : ১৩৮
গুনাহের স্বাদ কৃত্রিম : ১৩৯
যৌবনে ভয় আর বার্ধক্যে আশা : ১৩৯
পৃথিবীর শৃঙ্খলা ভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত : ১৪০
স্বাধীনতা আন্দোলন : ১৪০
লাল টুপির ভয় : ১৪১
অন্তর থেকে ভয় দূর হয়ে গেছে : ১৪২

অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করুন : ১৪২
নির্জনে আল্লাহর ভয় : ১৪৩
রোজা অবস্থায় আল্লাহর ভয় : ১৪৩
সর্বক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করা : ১৪৩
জান্নাত কার জন্য? : ১৪৪
জান্নাত কষ্টের আবরণে আচ্ছাদিত : ১৪৪
কৃত ইবাদতের জন্য ইসতেগফার করা : ১৪৪
আল্লাহওয়ালাদের অবস্থা : ১৪৫
হজরত হানজালা রা.-এর খোদাভীতি : ১৪৬
হজরত উমর রা.-এর খোদাভীতি : ১৪৭
খোদাভীতি সৃষ্টি করার পদ্ধতি : ১৪৮
আমলের উপর অহংকার করো না : ১৪৯
মন্দ আমলের অপকারিতা : ১৪৯
বুজুর্গদের সাথে বেয়াদবির পরিণতি : ১৫০
তাকদিরের অর্থ : ১৫১
নিশ্চিন্ত না হওয়া : ১৫২
জাহান্নামের সর্বনিম্ন শাস্তি : ১৫২
জাহান্নামিদের বিভিন্ন অবস্থা : ১৫৩
হাশরের মাঠের অবস্থা : ১৫৩
জাহান্নামের প্রশস্ততা : ১৫৪

পাপীকে ঘৃণা করো না

গুনাহের কারণে লজ্জা দেওয়ার ভয়ংকর পরিণতি : ১৫৫
গুনাহগার ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির মতো : ১৫৫
কাফেরকে নয়, কুফরকে ঘৃণা করা উচিত : ১৫৬
হজরত থানবি রহ. এর অন্যকে বড় মনে করা : ১৫৬
এ ব্যাধিতে যারা আক্রান্ত হয় : ১৫৭
অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখে এই দোয়া পড়বে : ১৫৭
গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে দেখেও এই দোয়া পড়া : ১৫৮
হজরত জুনাইদ বাগদাদি রহ. এর চোরের পায়ে চুমু খাওয়া : ১৫৯
এক মুমিন আরেক মুমিনের জন্য আয়না-এর ব্যাখ্যা : ১৫৯
একজনের দোষ আরেকজনকে বলো না : ১৬০

অনর্থক কথা ও কাজ

মানুষের সমস্ত কাজ ও কথা বাহ্যত তিন প্রকার।

১. উপকারী। অর্থাৎ যে কথা ও কাজে দীনের অথবা দুনিয়ার কোনো উপকার রয়েছে।

২. ক্ষতিকর। অর্থাৎ যাতে দীনি অথবা দুনিয়াবি ক্ষতি রয়েছে।

৩. উপকারীও না, ক্ষতিকরও না। হাদিস শরিফে এ প্রকারকে 'অহেতুক' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এ প্রকারও দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এটাও ক্ষতি থেকে মুক্ত নয়। কেননা যে সময়টা অনর্থক কাজ ও কথায় নষ্ট করা হয়, সে সময়ে যদি একবার সুবহানাল্লাহ বলা হয়, তাহলে আমলের পাল্লা অনেক ভারী হতো কিংবা অন্য কোনো উপকারী কাজ করলে তা গুনাহের কাফফারা ও আখেরাতে নাজাতের অসিলা হতো। কমপক্ষে পার্থিব কোনো দুশ্চিন্তার কারণ হতো না। সুতরাং এ মহামূল্যবান সময় অনর্থক ও অহেতুক কাজ ও কথায় ব্যয় করার অর্থ হলো কাউকে এ স্বাধীনতা দেওয়া হলো যে, ইচ্ছা করলে তুমি মূল্যবান মণি-মুক্তা ও সোনা-রুপার ভাণ্ডার নিতে পারো, অথবা নিতে পারো মাটির একটি ঢিলা। সে মণি-মুক্তা ও সোনা-রুপার ভাণ্ডার না নিয়ে যেন মাটির ঢিলাটাই গ্রহণ করল। এতে যে লোকটি বিরাট ক্ষতিগ্রস্ত হলো তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এজন্য কিছু কিছু হাদিসে আছে, যে ব্যক্তি কোনো মজলিসে বসল এবং মজলিস শেষ হওয়া পর্যন্ত সে আল্লাহর কোনো জিকির করল না, কেয়ামতের দিন এই মজলিস তার জন্য আক্ষেপ ও লজ্জার কারণ হবে। কবি বলেন,

وہ علم جہل ہے جو دکھائے نہ راہ دوست
مجلس وہ ہے وبال جہاں یاد حق نہ ہو
ہر دم از عمر گرامی ہست گنج بے بدل
می رود گنجے چنیں ہر لحظہ بیکار آہ آہ

> যে বিদ্যা প্রিয়জনকে পথ দেখায় না, প্রকৃতপক্ষে তা কোনো বিদ্যাই না, মূর্খতা। আর যে মজলিসে আল্লাহর স্মরণ করা হয় না, তা নিশ্চিত ধ্বংসের কারণ। মানব-জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মহামূল্যবান রত্নতুল্য। হায় আফসোস! প্রতিমুহূর্তে এই মূল্যবান রত্ন নষ্ট হচ্ছে।

এজন্য অনর্থক কাজ ও কথা এবং বন্ধুবান্ধবের সাথে আড্ডাকে জ্ঞানীরা গুনাহ বলে অভিহিত করেছেন। হাদিস দ্বারাও এটা প্রমাণিত।

হাদিস- ১

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, অনর্থক কাজ ও কথা পরিহার করা একজন মানুষের জন্য তার ইসলামের শুদ্ধতার পরিচায়ক।[১]

হাদিস- ২

একবার কাব বিন আজরা রাদিয়াল্লাহু আনহু কয়েকদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হতে পারেননি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য সাহাবির নিকট তার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। সাহাবিরা বললেন, তিনি অসুস্থ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখার জন্য তার বাড়িতে গেলেন। তার অবস্থার অবনতি দেখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কাব, তোমার জন্য সুসংবাদ। তখন হজরত কাব বিন আজরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর আম্মা বলে উঠলেন, কাব, তোমার জান্নাত মোবারক হোক। এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর ব্যাপারে কসম খেয়ে দখল দিচ্ছে, এই লোক কে? হজরত কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমার আম্মা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এমন তো হতে পারে যে, কাব কখনো অহেতুক কথা বলেছে, অথবা আল্লাহর রাস্তায় প্রয়োজনাতিরিক্ত দান করার ক্ষেত্রে অবহেলা করেছে। এই অবস্থায় কারো এ অধিকার নেই যে, সে জান্নাতের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেবে!

উদ্দেশ্য হলো, অনর্থক কাজ ও কথারও হিসাব হবে। আর যে বিষয়ে হিসাব এবং জিজ্ঞাসা করা হবে, তার থেকে মুক্তি পাওয়া নিশ্চিত নয়।[২]

---

[১] তিরমিজি শরিফ

কোনো মুসলমানের সাথে ঠাট্টা ও উপহাস করা

কোনো মুসলমানের সাথে ঠাট্টা ও উপহাস করা কবিরা গুনাহ। এতে দীনিও কোনো ফায়দা নেই, অর্থনৈতিকও কোনো ফায়দা নেই। কিন্তু সকল মুসলমানই অবহেলা ও উদাসীনতার কারণে এ অহেতুক গুনাহে লিপ্ত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

> لايسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن...
>
> কোনো কওম যেন কারো সাথে ঠাট্টা না করে, উপহাস না করে। কারণ হতে পারে সে আল্লাহর নিকট তার থেকে উত্তম। আর নারীরা যেন পরস্পরে ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও উপহাস না করে। হতে পারে সে (আল্লাহর নিকট) তার থেকে উত্তম।[৩]

'ইসতিহজা' অর্থ কাউকে অবহেলা ও অবজ্ঞা করা এবং কারো দোষ এমনভাবে প্রকাশ করা, যার কারণে অন্যেরা হাসাহাসি করে। আর এটা অনেকভাবেই হতে পারে। যেমন :

১. কারো চলাফেরা, ওঠাবসা ও কথা বলার ঢং নকল করা। অথবা কারো গঠন-আকৃতি ব্যঙ্গাত্মকভাবে নকল করা।

২. কারো কোনো কথা ও কাজের কারণে হাসাহাসি করা।

৩. হাত, পা ও চোখ দ্বারা আকার-ইঙ্গিতে কারো দোষ প্রকাশ করা।

এগুলো সবই অহেতুক ও অনর্থক গুনাহ। বর্তমানে এগুলো মুসলমানদের মধ্যে সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়ছে। শুধু সাধারণ মানুষই নয়, বরং বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিরাও এতে লিপ্ত; অথচ পবিত্র কুরআনের উল্লিখিত আয়াতে এর হারাম হওয়ার সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র ইরশাদ করেন,

---

[২] এহইয়াউল উলুম

[৩] সুরা হুজুরাত, আয়াত ১১

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে।[৪]

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র ইরশাদ করেন,

يَٰوَيْلَتَنَا مَالِ هَٰذَا الْكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَّلَا كَبِيرَةً

হায় আফসোস, এ কি আশ্চর্য আমলনামা! ছোট-বড় সব গুনাহই লিপিবদ্ধ করেছে! কোনোকিছুই বাদ নেই![৫]

এ আয়াতের তাফসিরে হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সগিরা গুনাহের দ্বারা উদ্দেশ্য কোনো মুসলমানের প্রতি বিদ্রুপাত্মক মুচকি হাসা। আর উচ্চৈঃস্বরে হাসা কবিরা গুনাহ।

হাদিস- ১

হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি একবার একজনের ভঙ্গিমা নকল করে দেখাই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরূপ করতে নিষেধ করেন এবং বলেন, কেউ যদি আমাকে কারো ভঙ্গিমা নকল করার জন্য অঢেল সম্পদও দেয়, তবু আমি কারো ভঙ্গিমা নকল করব না।[৬]

এ হাদিসে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই গুনাহটা এমনই নিরর্থক যে, এতে কোনো ফায়দা নেই। একদম অহেতুক। আর কোনো ফায়দা থাকলেও এর কাছেধারে যাওয়া উচিত নয়।

হাদিস- ২

হজরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সা. ইরশাদ করেন, যারা অন্যকে নিয়ে উপহাস করে, আখেরাতে তাদেরকে জান্নাতের একটি দরজা খুলে ডাকা হবে। যখন তারা সেখানে পৌঁছবে, তখন দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। এরপর অন্য একটি দরজা খুলে তাদের সেদিকে ডাকা হবে। তারা যখন সেখানে পৌঁছবে, তখন সে দরজাও বন্ধ করে দেওয়া হবে। এমনিভাবে বারবার দরজা খোলা হবে এবং বন্ধ করা হবে। পরিশেষে তারা নিরাশ হয়ে জান্নাতের দরজার দিকে যাওয়া বন্ধ করে দেবে।[৭]

---

[৪] সুরা হুমাজা, আয়াত ১
[৫] সুরা কাহাফ, আয়াত ৪৯
[৬] আবু দাউদ শরিফ, তিরমিজি শরিফ
[৭] বাইহাকি

কারো বায়ু জোরে নির্গত হলো। এতে সবাই হেসে ফেলল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবায় এ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এবং ধমক দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে কাজ তোমরা নিজেরাও করো, তা নিয়ে আবার হাসাহাসি করো কেন?

হাদিস- ৩

হজরত মুআজ বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি কাউকে তার গুনাহের কারণে লজ্জা দিলো, সে ব্যক্তি নিজে উক্ত গুনাহে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না। আহমাদ বিন মুনি বলেন, এক্ষেত্রে গুনাহ দ্বারা ওই গুনাহ উদ্দেশ্য, যা থেকে সে তাওবা করেছে।[৮]

অনেকেই অজ্ঞতা ও অবহেলাবশত ঠাট্টা-বিদ্রুপকে আনন্দ-বিনোদনের অন্তর্ভুক্ত মনে করে তাতে লিপ্ত হয়ে থাকে। অথচ উভয়ের মধ্যে অনেক ব্যবধান রয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ঠাট্টা-মজাক করার যে অনুমতি প্রমাণিত রয়েছে, তার জন্য শর্ত হলো, এমন কোনো কথা না বলা, যার কোনো বাস্তবতা নেই এবং যার দ্বারা কারো অন্তর ব্যথিত হয়। আর এটাকে অভ্যাসে পরিণত করা যাবে না। বরং মাঝেমধ্যে করতে পারবে।[৯]

যে ঠাট্টা-মজাক ও উপহাস দ্বারা কারো অন্তর ব্যথিত হয়, তা সর্বসম্মতিক্রমে (ইজমা দ্বারা) হারাম।[১০]

এটাকে বৈধ ঠাট্টা মনে করা যেমন গুনাহ, তেমনি মূর্খতাও।

[৮] তিরমিজি শরিফ
[৯] এহইয়াউল উলুম।
[১০] যাওয়াজির, ২/১৮

দোষ অনুসন্ধান করা এবং অপমান করা

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَلَا تَجَسَّسُوْا

কারো গোপন দোষ অনুসন্ধান করো না।[১১]

হাদিস- ১

হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে দাঁড়িয়ে ইরশাদ করেন, যারা মুখে মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছে, কিন্তু তাদের অন্তরে ঈমান পৌঁছেনি, তারা শুনে নাও, মুসলমানদের কষ্ট দিয়ো না। তাদের গোপন দোষ খুঁজে ফেরো না। অতীত গুনাহের কারণে তাদের লজ্জা দিয়ো না। কারণ যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের দোষ খুঁজতে শুরু করে, আল্লাহ তায়ালাও তার দোষ খোঁজেন। আর এ আশঙ্কাও রয়েছে যে আল্লাহ তায়ালা তাকে লাঞ্ছিত করবেন, যদিও সে তার ঘরে লুকিয়ে থাকুক?[১২]

হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার বাইতুল্লাহর দিকে তাকালেন এবং বললেন, হে বাইতুল্লাহ, তোমার মর্যাদা কত উঁচ্চ এবং তোমার সম্মান কত বেশি। আর আল্লাহর নিকট একজন মুমিনের মর্যাদা ও সম্মান তোমার চেয়েও বেশি।

হাদিস- ২

মুসলমান মুসলমানের ভাই। সুতরাং কোনো মুসলমান যেন তার আরেক মুসলমান ভাইকে কষ্ট না দেয় এবং তার দোষ না খোঁজে। যে ব্যক্তি তার কোনো মুসলমান ভাইয়ের পিছে লাগে, আল্লাহ তায়ালাও তার পিছে লাগেন। আর যে ব্যক্তি তার কোনো মুসলমান ভাইকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার

[১১] সুরা হুজুরাত, আয়াত ১২
[১২] তিরমিজি শরিফ

করবেন। আর যে ব্যক্তি তার কোনো মুসলমান ভাইয়ের দোষ গোপন করবে, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন।[১৩]

আজকাল এই কবিরা গুনাহটা মহামারির আকার ধারণ করেছে। সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সবাই এতে লিপ্ত। কারো কোনো গোপন দোষ অথবা গোপন কোনো বিষয় পেলেই তার চর্চা শুরু করে দেওয়া হয়, তাকে অপমান করা হয়। এ কাজ করে আমিও যে গুনাহগার হলাম সেদিকে কারো ভ্রুক্ষেপ নেই। এগুলো সব অনর্থক ও অহেতুক গুনাহ, যাতে কোনো লাভ ও স্বার্থ নেই। আর সারা জীবন না করলেও তাতে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু রুচিহীন মানুষেরা এ থেকে স্বাদ গ্রহণ করে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন। আমিন।

[১৩] তিরমিজি শরিফ

অনুমতি ছাড়া কারো ঘরে উঁকি দেওয়া ও প্রবেশ করা

হাদিস- ১

হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কারো ঘরে বিনা অনুমতিতে উঁকি দিলো, তার (গৃহস্বামীর) জন্য উক্ত ব্যক্তির চোখ ফুঁড়ে দেওয়া বৈধ।[১৪]

হাদিস- ২

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি অনুমতি নেওয়ার পূর্বেই কারো বাড়ির পর্দা উঠাল এবং ভেতরে তাকাল, সে এমন কাজ করল, যা তার জন্য হালাল ছিল না। অর্থাৎ সে একটা অবৈধ কাজ করল।[১৫]

এ বিধান সাধারণত মানুষ মূর্খতাবশত ভেতর-বাড়ি তথা যেখানে মেয়েরা থাকে, তার সাথে সম্পৃক্ত মনে করে আর পুরুষরা যেখানে থাকে সেখানে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা এবং উঁকি দেওয়া বৈধ মনে করে। আমাদের এ ধারণা ভুল। বাড়ির যে অংশে পুরুষরা থাকে সেখানেও অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করা ও উঁকি দেওয়া বৈধ নয়। মানুষ অনর্থক এ গুনাহে লিপ্ত হয়ে থাকে।

হ্যাঁ, পুরুষদের যে অংশ সর্বসাধারণের যাতায়াতের জন্য উন্মুক্ত, যেমন বাজারের দোকান, কারখানা ইত্যাদি; অথবা বিশেষ কোনো সময়ের জন্য খোলা থাকে, তাহলে এমন সময়ে প্রবেশ করার জন্য অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। এ ছাড়া অন্য সময় প্রবেশ করলে অবশ্যই অনুমতি নিতে হবে।

---

[১৪] সহিহ বুখারি ও মুসলিম
[১৫] তিরমিজি শরিফ

বংশের কারণে গালি দেওয়া

হাদিস- ১

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বংশ কারো জন্য গালির কারণ হতে পারে না। তোমরা সবাই হজরত আদম আলাইহিস সালামের সন্তান। এ হিসেবে তোমরা সবাই পরস্পরের আত্মীয়। বংশের দিক থেকে তোমরা কেউ কারো চেয়ে অধিক মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী নও। তবে তোমাদের মর্যাদা ও সম্মানের তারতম্য হবে তোমাদের দীন ও আমালে সালেহার ভিত্তিতে।[১৬]

হাদিস- ২

হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দুটি বিষয় এমন রয়েছে, যার ইচ্ছা করাও (প্রায়) কুফরি।

১. মানুষকে তার বংশের কারণে গালি দেওয়া।

২. লাশের উপর বিলাপ ও চিৎকার করে কান্নাকাটি করা।[১৭]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا

যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে এমন জিনিসের জন্য লজ্জা দিলো বা কষ্ট দিলো, যা সে ইচ্ছাকৃতভাবে করেনি, সে ব্যক্তি মূলত তাকে অপবাদ দিলো এবং স্পষ্ট গুনাহে লিপ্ত হলো।[১৮]

যে ব্যক্তি কাউকে শুধু তার বংশের কারণে গালি দিলো যে, এ ব্যক্তি অমুক বংশের ও অমুক গোষ্ঠীর লোক। অথবা এ ব্যক্তি অমুকের ছেলে। এমন ব্যক্তিও এই শাস্তির অন্তর্ভুক্ত।[১৯]

---

[১৬] মুসনাদে আহমাদ, বাইহাকি

[১৭] মুসলিম

[১৮] সুরা আহজাব, আয়াত ৫৮

এটাও এমন এক কবিরা গুনাহ, যাতে দুনিয়ার কোনো ফায়দা নেই। একদম অহেতুক গুনাহ। কিন্তু আমরা অবহেলা ও উদাসীনতাবশত এতে লিপ্ত।

অনেককে বংশ-পেশার কারণে ছোট ও নীচু ভাবা হয়। এর জন্য গালি দেওয়া হয়। তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করা হয়। অথবা এমন শব্দ দ্বারা সম্বোধন করা হয়, যার কারণে তার বংশের তুচ্ছতা প্রকাশ পায়। যেমন কাউকে কসাই বা জোলা বলা। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে এর থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

অন্ধ ব্যক্তিকে ভুল পথ দেখিয়ে দেওয়া

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই সমস্ত লোকের উপর লানত করেছেন, যারা অন্ধকে ভুল পথ দেখিয়ে দেয়। যাওয়াজির গ্রন্থে একেও কবিরা গুনাহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো অপরিচিত ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ভুল পথ দেখিয়ে বিপদে ফেলাও যে গুনাহর অন্তর্ভুক্ত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অনেকেই এ কাজ করে আনন্দ উপভোগ করে থাকে।

[১৯] যাওয়াজির, ২/৫২

নিজের বংশ-পরিচয় গোপন করে অন্য বংশের পরিচয় দেওয়া

অন্য বংশের পরিচয় দেওয়া। যেমন : কেউ শায়েখ ও সিদ্দিকি নয়; কিন্তু সে নিজেকে শায়েখ ও সিদ্দিকি বলে পরিচয় দিলো। অথবা কেউ সাইয়েদ, কুরাইশ ও আনসারি নয়; কিন্তু সে নিজেকে সাইয়েদ, কুরাইশি ও আনসারি বলে পরিচয় দিলো।

হাদিস

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি তার পিতৃবংশ পরিত্যাগ করে অন্য বংশের পরিচয় দিলো, তার জন্য জান্নাত হারাম।[২০]

এই কবিরা গুনাহটাও মূলত অহেতুক ও বেফায়দা। এতে কোনো প্রকার প্রাপ্তি নেই। বংশ-পরিচয় পরিবর্তন করাকে সম্মান ও আভিজাত্যের মাধ্যম মনে করা মারাত্মক ভুল। এতে দুনিয়াতে ইজ্জত ও সম্মান লাভ করা যায় না।

[২০] বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ শরিফ

গালি-গালাজ করা ও অশ্লীল কথা বলা

গালি-গালাজ করা ও অশ্লীল কথা বলার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এমন কাজ করা, যার দ্বারা মানুষ লজ্জা পায়, তা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করা। যদি তা বাস্তব সত্য হয়, তবে তার এক গুনাহ। আর যদি অবাস্তব ও মিথ্যা হয়, তবে এই মিথ্যা ও অপবাদের জন্য দ্বিগুণ গুনাহ হবে। যেমন : কারো মা-বোনকে হারাম কাজের (জিনা-ব্যভিচার) সাথে সম্পৃক্ত করে গালি দেওয়া।

হাদিস- ১

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোনো মুসলমানকে গালি দেওয়া পাপ। আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা কুফরি।[২১]

হাদিস- ২

হজরত জাবের বিন সালিম রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার থেকে কয়েকটি বিষয়ে অঙ্গীকার নেন।

১. কাউকে গালি দেবে না।

   হজরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আলহামদুলিল্লাহ, আমি আমার এ অঙ্গীকার পুরা করেছি। এরপর আমি কোনো ভদ্র লোককে গালি দিইনি, কোনো গোলাম-বাঁদিকেও গালি দিইনি। এমনকি কোনো উট-বকরি ও প্রাণীকেও গালি দিইনি।

২. কোনো নেক কাজ ছোট ও তুচ্ছ মনে করে ছাড়বে না।

৩. মুসলমান ভাইদের সাথে হাসিমুখে মিশবে এবং উত্তম আচরণ করবে।

৪. লুঙ্গি ও পায়জামা অর্ধ গোছা পর্যন্ত পরবে। আর তা যদি সম্ভব না হয় তবে টাখনু পর্যন্ত পরবে। টাখনুর নিচে কখনোই পরবে না। কারণ টাখনুর নিচে লুঙ্গি ও পায়জামা পরিধান করা অহংকারের লক্ষণ।

৫. কেউ তোমার প্রতি এমন দোষারোপ করল, যা সে জানে, তবে তুমি তার বদলা নিতে তার দোষ প্রকাশ করো না, যা তুমি জানো।[২২]

---

[২১] বুখারি, মুসলিম

হাদিস- ৩

কোনো স্বতী ও পুণ্যবতী নারীকে হারাম কাজের (জিনা) সাথে সম্পৃক্ত করা কবিরা গুনাহ।

গালি-গালাজের ক্ষেত্রে সাধারণত মা-বোন ও মেয়েদেরকে হারাম কাজের (জিনা) সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। এটাও মারাত্মক কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।

হাদিস- ৪

যে ব্যক্তি অন্যকে দোষী সাব্যস্ত করতে তার সম্পর্কে এমন কথা বলে, যা তার মধ্যে নেই, আল্লাহ তায়ালা ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে জাহান্নামের আগুনে জ্বালাবেন, যতক্ষণ সে তার কথার শাস্তি ভোগ না করবে।[২৩]

গালি-গালাজের ক্ষেত্রে মানুষ সাধারণত এমন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করে থাকে, যা তার মধ্যে নেই।

হাদিস- ৫

যে ব্যক্তি তার গোলামের প্রতি জিনা-ব্যভিচারের অভিযোগ তুলল (দুনিয়াতে তাকে শরিয়তের শাস্তি দেওয়া না হলেও) কেয়ামতের দিন তার উপর ঠিকই 'হদ্দে কজফ' (অন্যায় অভিযোগের শাস্তি) জারি করা হবে।[২৪]

হাদিস- ৬

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু একদিন তার ফুফুর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। তার ফুফু তার জন্য বাঁদিকে খানা আনতে বললেন। কিন্তু সে খানা আনতে দেরি করল। তখন তার ফুফু বাঁদিকে গালি দিয়ে বললেন, এই জিনাকারিণী, তাড়াতাড়ি আনলি না কেন? হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আপনি খুব মারাত্মক কথা বলেছেন। আচ্ছা, সে যে জিনা করেছে তা কি আপনি জানেন? উত্তরে সে বলল, না, আমি তা জানি না। রাগ উঠেছে বলে এ কথা বলেছি। তখন তিনি বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ

---

[২২] আবু দাউদ শরিফ
[২৩] তাবারানি
[২৪] বুখারি, মুসলিম, তারগিব।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার বাঁদিকে জিনাকারিণী বলে সম্বোধন করে, অথচ সে তার জিনার ব্যাপারে কিছুই জানে না, তাহলে কেয়ামতের দিন এই বাঁদি তাকে বেত্রাঘাত করবে।[২৫]

হাদিস- ৭

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, অশ্লীল কথা (গালি-গালাজ) থেকে বেঁচে থাকো। আল্লাহ তায়ালা অশ্লীল কথা পছন্দ করেন না। অশ্লীল কথার দ্বারা এমন কথা উদ্দেশ্য, যা বললে মানুষ লজ্জা পায়, যদিও তা বাস্তব হয়।

এমনকি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরযুদ্ধে যেসব কাফের-মুশরিক মারা পড়েছিল, তাদেরকেও গালি দিতে নিষেধ করেন এবং বলেন, তাদেরকে গালি দিলে সেই গালি তাদের কাছে পৌঁছবে না। তবে জীবিতদের কাছে (তাদের প্রিয়জনদের) পৌঁছে যাবে।

হাদিস- ৮

হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, মুমিন কখনো কাউকে গালি দেয় না, অভিশাপ দেয় না এবং অশ্লীল কথা বলে না।[২৬]

উল্লিখিত হাদিসসমূহ দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, কাফের-মুশরিক এমনকি কোনো প্রাণীকেও গালি দেওয়া হারাম। তাহলে একজন মুসলমানকে গালি দেওয়া কেমন মারাত্মক গুনাহের কাজ, তা সহজেই অনুমান করা যায়। গালি দিতে গিয়ে যদি বাস্তব ও সত্য কথাও বলে, কিন্তু তাতে যদি মানুষ লজ্জা পায়, যেমন স্বামী-স্ত্রীর মিলন ও এ ধরনের কোনো কথা বলে, তাহলে শুধু গালি দেওয়ার গুনাহ হবে। আর অবাস্তব ও মিথ্যা কথা বলে গালি দিলে (যেমন কারো মা-বোনকে অবৈধ ও হারাম কাজ তথা জিনার সাথে সম্পৃক্ত করা) অপবাদ দেওয়ার কারণে আরেকটি গুনাহ হবে।

আফসোস! অনেক মুসলমানই আজ এ বিপদে নিপতিত। বিশেষ করে গ্রামের লোকজন এবং যারা পশু পালন করে তাদের মুখ থেকে গালি

[২৫] তারগিব, ৩/২৮৯
[২৬] তিরমিজি